ইউরোপ পরিষদ
অবৈধ মানব চালান বা ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিকারক পদক্ষেপ

নির্যাতিতদের (মানব চালানের বলি) অধিকার

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

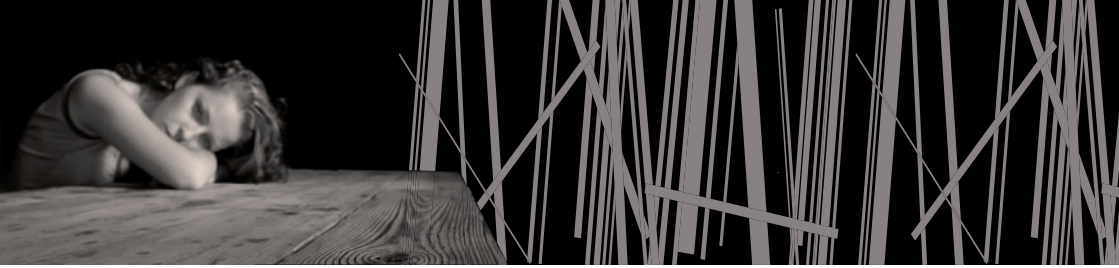

মানব চালান সমস্ত অধিকারকে লঙ্ঘন করে এবং ইউরোপ সহ আরো বিভিন্ন দেশে মহাদেশে অসংখ্য মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।
দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নারী, পুরুষ এবং শিশুরা ব্যবসার সামগ্রী হিসেবে নিজেদের দেশে এবং সীমানার বাইরে দেশে শোষণ এবং অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে।

ইউরোপ পরিষদের মানব চালান বা ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিকারক পদক্ষেপ সংক্রান্ত সমঝোতা যেটি ২০০৮ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারী থেকে কার্য্যকর হয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- মানব চালান নিবারণ করা,
- মানব চালানের বলিদের সুরক্ষা প্রদান করা,
- মানব চালানে বা ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করা, এবং
- জাতীয় কার্যাবলী এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বর্ধিত করা।

এই সমঝোতা যাদের প্রতি উদ্দেশিত এবং প্রযোজ্য:

- সংঘঠিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত বা এর বহির্ভূত, জাতীয় বা আন্তর্জাতীয়, যে কোনো ধরনের মানব চালান অথবা ব্যবসা
- এই অবৈধ ব্যবসার শিকার/বলি (নারী, পুরুষ, শিশু),
- সকল প্রকার শোষণ (যৌন, বলপ্রয়োগ করে আদায় করা শ্রম, দাসত্ব,দাসত্ব শৃঙ্খল,দেহের অঙ্গের অপসারণ, ইত্যাদি)।

এই সমঝোতার প্রধান সংযোজিত মূল্য হলো এর প্রাথমিক এবং মূল উদ্দেশ্য: মানবাধিকার এবং নির্যাতিতদের সুরক্ষা। এই সমঝোতা মানব চালান কে এই ভাবে ব্যাখ্যা করে: মানব চালান সকল মানবাধিকার কে লঙ্ঘন করে এবং মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায়পরতার প্রতি অবিচার করে। তার মানে যদি জাতীয় কর্তৃপক্ষ মানব চালান এর বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা না প্রয়োগ করে, বলিদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় এবং এই ঘটনা গুলিকে তদন্ত না করে, তাহলে তারা নীতিগত ভাবে দায়ী হবে।

মানব চালান সারা পৃথিবীতে সব সীমানার উর্ধে প্রচলিত, তাই এই সমঝোতা পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি প্রযোজ্য

মানব চালান মানে কি ?

এই সমঝোতা অনুযায়ী মানব চালান বা ব্যবসা-তে তিনটি প্রধান উপাদান আছে:

- একটি **ক্রিয়াফল:** কোনো ব্যাক্তিকে (ব্যবসা উপলক্ষে) সদস্য হিসাবে সংগ্রহণ করা, দ্বীপান্তর করা, স্থানান্তর করা, আশ্রয় দেওয়া, তার প্রাপ্তি স্বীকার করা;
- কোনো **মাধ্যম**-এর ভিত্তিতে: ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, বলপূর্বক অপহরণ, প্রতারণা, ক্ষমতার অথবা কাউকে সহজে আহত করা যায় এমন কোনো সময়ের অপব্যবহার, এমন কাউকে বা কারুর থেকে অর্থ প্রদান অথবা গ্রহণ করা যে অন্য কোনো ব্যাক্তি উপর ক্ষমতাসীন;
- কাউকে **শোষণ করার উদ্দেশ্যে**: খুব কম হলেও কোনো যৌন কর্মী কে শোষণ করা, অন্য কোনো ধরনের যৌন অত্যাচার, বলপ্রয়োগ দ্বারা অর্জিত শ্রম বা পরিসেবা, দাসত্ব অথবা এর অনুরূপ কোনো আচরণ, দাসত্ব শৃঙ্খল, দেহের অঙ্গের অপসারণ।

মানব চালান এবং মানব পাচারের মধ্যে পার্থক্য কি ?

মানব পাচারের মূল উদ্দেশ্য হলো বেআইনি ভাবে কাউকে সীমানা পার করে দেওয়া এবং তার মাধ্যমে সরাসরি অথবা পরোক্ষ ভাবে আর্থিক বা বস্তুগত ভাবে উপকৃত /লাভবান হওয়া। কিন্তু মানব চালান এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শোষণ । এছাড়া মানব চালানের জন্য সীমানা পার হবার প্রয়োজন নেই । মানব চালান/ ব্যবসা স্বদেশেও করা যেতে পারে ।

মানব চালানরে বলি কারা ?

যে কেউ মানব চালানের শিকার হতে পারে: নারী, পুরুষ এবং শিশু, সব বয়সের এবং সমাজের সকম স্তরের মানুষ। যারা মানব ব্যবসার শিকার হন, উদাহরণ স্বরূপ তারা যৌন শোষনের মখোমুখি হন, খুব অল্প অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হন অথবা তাদের দেহের কোনো অঙ্গ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপসারণ করা হয়েছে। শোষণ বেশির ভাগ সময় শারীরিক ও মানসিক বলপ্রয়োগ, এবং হুমকি দ্বারা চিন্হিত এবং মানব চালানের বলি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন।

এই সমঝোতা অনুযায়ী একজনকে মানব চালান এর শিকার হিসেবে বিবেচিত করা হবে যদি তিনি দেশের মধ্যে অথবা সীমানার বাইরে,শোষনের উদ্দেশ্যে, হুমকি, বলপ্রয়োগ,প্রতারণা, জবরদস্তি এবং বেআইনি উপায়ে কারুর দ্বারা সদস্য হিসেবে সংগ্রহিত, স্থানান্তরিত, দ্বীপান্তরিত, আশ্রয় প্রদিত অথবা গৃহীত হন।

একটি শিশুর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা একটু অন্য রকম: যদি কোনো শিশু, যে কোনো মাধ্যম-এ, শোষনের উদ্দেশ্যে কারুর দ্বারা সদস্য হিসেবে সংগ্রহিত, স্থানান্তরিত, দ্বীপান্তরিত, আশ্রয় প্রদিত অথবা গৃহীত হয় তাহলে সে মানব চালানের বলি হিসেবে বিবেচিত হবে ।

কোনো ব্যাক্তির শোষনের প্রতি "সম্মতিপ্রদানকে" অগ্রাহ্য করা হবে যদি কোনো মাধ্যম (যেমন বলপ্রয়োগ,প্রতারণা, অরক্ষিত অবস্থার অপব্যবহার ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও একজন ব্যাক্তিকে বলি হিসেবে বিবেচনা করা হবে । যদিও শোষণ না হয়ে থাকে কিন্তু মানব চালানের বলি ব্যাক্তির উপর যেকোনো একটি মাধ্যমে যেকোনো একটি ক্রিয়াফলের প্রয়োগ করা হয়েছে ।

এই সমঝোতা অনুযায়ী মানব চালানে বলিদের কি কি অধিকার আছে ?

শনাক্তকরণ

মানব চালানের বলিদের বিধিমতন শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি যার দ্বারা তারা শুধুমাত্র বেআইনি অভিবাসী অথবা অপরাধি হিসেবে বিবেচিত না হয়। বিশেষ প্রশিক্ষা পাওয়া বিশেষজ্ঞরা (পুলিশ কর্মকতা, সমাজ সেবী, শ্রম পরীক্ষক, ডাক্তার, সাহায্য প্রদানকারী) সব নিয়ম মেনে, কার্যপ্রণালী এবং শনাক্তকরণের মানদন্ড অনুযায়ী এই শনাক্তকরণ সম্পন্ন করেন ।

পুনঃপ্রাপ্তি এবং অনুধ্যান

বলি হিসেবে শনাক্ত হবার পূর্বে মানব চালানের শিকার ব্যাক্তিরা অন্তত ৩০ দিন সময় দাবি করতে পারেন যে সময়ে তারা অবৈধ ব্যবসায়ীর থেকে দুরে সরে এসে, তার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন এবং এই তদন্তের কাজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কিনা, সেই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন এই সময়সীমা চলা কালীন (৩০ দিন) তারা (বলি ব্যাক্তি) সাহায্য পাওয়ার ন্যায্য দাবি রাখেন এবং যদি তাদের অবস্থা বেআইনি হিসেবে বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রেও তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না ।

সাহায্য

মানব চালানের শিকার ব্যাক্তিরা যদিও বা অপরাধ সংক্রান্ত তদন্তে সহযোগিতা করতে না রাজি হয় অথবা স্বাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলেও তারা এই নিম্নলিখিত অধিকারগুলি দাবি করতে পারে:

- সঠিক এবং সুরক্ষিত বাসস্থান,
- মনোরোগ সংক্রান্ত সাহায্য,
- বস্তুগত সাহায্য,
- জরুরি চিকিত্সা ব্যবস্থার অভিগম্যতা,
- লিখিত এবং মৌখিক অনুবাদ,
- উপদেশ প্রদান এবং তথ্য সংগ্রহণ,
- অপরাধ সংক্রান্ত আইন কার্য্যপ্রনালী চলাকালীন সাহায্য,
- চাকুরী বাজার, হাতে কলমে অথবা সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন এর অভিগম্যতা, যদি সেই ব্যাক্তি সেই দেশের আইনি বাসিন্দা হন ।

আইনগত সাহায্য

মানব চালানের শিকার ব্যাক্তিরা তাদের সব রকম অধিকার সংক্রান্ত তথ্য এবং সেই সংক্রান্ত কার্য্যপ্রনালী সব ভাষায় পরার জন্যে দাবি করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে তারা আইনগত সাহায্য এবং বিনামূল্যে কৌসুলি পাওয়ার ন্যায্য অধিকারী।

আবাস অনুমতিপত্র

যদি প্রয়োজন হয়, তারা ব্যাক্তিগত কারণে সেই দেশে থেকে কর্তৃপক্ষর সঙ্গে চালানের তদন্তে সহযোগিতা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্যাতিতদের (মানব চালানের শিকার) আবাসের-এর অনুমতিপত্র প্রদান করা হতে পারে।
আবাসের অনুমতিপত্র পেলেও তারা রাজনৈতিক শরণার্থী হিসেবে থাকার জন্যে আবেদন জানাতে পারবে ।

ব্যাক্তিগত জীবন এবং পরিচয়ের সুরক্ষা

এই সমস্যার বলিদের ব্যাক্তিগত তথ্য শুধুমাত্র আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে পারে এবং সেগুলি কখনই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হবে না। এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না যাতে তাদের ব্যাক্তিগত পরিচয় জানা যায়।

তদন্ত এবং আইনগত কার্য্যপ্রনালী চলাকালীন সুরক্ষা

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নির্যাতিত এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সব রকম সুরক্ষা দেওয়া হবে যাতে করে মানব ব্যবসায়ীরা কোনো রকম প্রতিশোধমূলক আচরণ না করতে পারে এবং ভীতি প্রদর্শন না করে।
এই সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ বিভিন্ন আকারের হতে পারে: শারীরিক সুরক্ষা, বাসস্থান বদল,পরিচয় বদল, চাকুরীর সংস্থান।

ক্ষতিপূরণ

মানব চালানের বলিরা অবৈধ ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত লোকসানের জন্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে ।
যে দেশে তারা শোষিত হয়েছে সেই দেশ বা রাজ্য অথবা বিচারালয় তাদের এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে এবং সেটি দেওয়ার জন্যে বিচারালয় অবৈধ চালানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

স্বদেশে পুনঃপ্রেরণ করা এবং ফিরে আসা

মানব চালানের বলিদের স্বদেশে ফিরে আসা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে: তাদের অধিকার, স্বদেশে ফেরত পাঠানো সংক্রান্ত আইনগত কার্য্যপ্রনালী কোন অবস্থায় রয়েছে, তাদের কার, সুরক্ষা, সম্মান । ফিরে আসার পর বলিরা স্বদেশে সঠিক ভাবে সমগ্রতাসাধন করার জন্যে সব রকম সুযোগ পাওয়ার অধিকারী, যেমন শিক্ষা এবং চাকুরী সংস্থান ।

মানব চালানের শিকার শিশুদের কি কি বিশেষ অধিকার আছে ?

উর্দ্ধে উল্লিখিত সব অধিকার ছাড়াও মানব চালানের শিকার শিশুরা কিছু বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারে:

- অভিভাবকবিহীন শিশুদের জন্যে আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা হয় যারা শিশুদের সঙ্গে থেকে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্যে সকল প্রকার কাজে সাহায্য করেন;
- শিশুর জাতীয়তা এবং পরিচয় স্থাপন এবং প্রমান করার জন্যে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং তার স্বার্থ বিবেচনা করে তার অভিভাবককে খোজার চেষ্টা করা হয়;
- যখন কোনো মানব চালানের শিকার ব্যাক্তির বয়স নিশ্চিত ভাবে না জানা যায়, কিন্তু বেশ কিছু প্রমান পাওয়া যায় যার দ্বারা বোঝা যায় যে তার বয়স ১৮ বছরের কম, সে ক্ষেত্রে তাকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বয়স যাচাই করার আগে তাকে বিশেষ প্রতিরক্ষা মূলক সাহায্য দেওয়া হবে;
- শিশুরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সাহায্য এবং শিক্ষা পাওয়ার ন্যায্য অধিকারী ও দাবিদার;
- শিশুকে তার দেশে ফেরত পাঠানোর আগে, ঝুকি এবং সুরক্ষা সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করে অবস্থা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং কেবল মাত্র তার স্বার্থের এবং মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে তাকে দেশে পুনঃপ্রেরণ করা হবে;
- তদন্ত এবং বিচারালয়ের কাজ চলাকালীন শিশুকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হবে ।

এই সমঝোতা বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপের উপর তত্ত্বাবধান

গ্রেটা (মানব চালানের বিরুদ্ধে প্রতিকারক পদক্ষেপ সংক্রান্ত এক বিশেষজ্ঞ সমষ্টি, GRETA) ইউরোপ পরিষদের এই সমঝোতায় স্বাক্ষরকারী সকল দেশ কে নিয়মিত ভাবে তত্ত্বাবধান করেন। গ্রেটার দায়িত্ব হলো এই বিষয়ে নজর রাখা যে এই সমঝোতার পদক্ষেপগুলি সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং মানব চালানের শিকার ব্যক্তিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না।

GRETA প্রত্যকটি দেশেকে তার নিজস্ব অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে এবং সেই সংলগ্ন বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করে। সেই বিশ্লেষণে সেই দেশের সঠিক ও বেঠিক পদক্ষেপগুলিকে বিধিমতন শনাক্ত করে। গ্রেটা এই বিষয়ে মন্ত্রণা এবং উপদেশ দেয় যার দ্বারা সমঝোতার বিধিগুলি সঠিক ভাবে এবং আরো ভালোভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। গ্রেটার বিবরণ এবং বিশ্লেষণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় এবং এগুলি ইউরোপ পরিষদের মানব চালান বিরোধী ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়।

অধিকতর তথ্যাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

Secretariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (ইউরোপ পরিষদের মানব চালান বিরোধী সমঝোতার সচিবালয়)

(GRETA and Committee of the Parties) (গ্রেটা এবং দলীয় সমিতি)

Council of Europe (ইউরোপ পরিষদ)

F-67075 Strasbourg Cedex

France (ফ্রান্স)

ইমেলে: **Trafficking@coe.int**

www.coe.int/trafficking/fr

THB–INF (2013)2

PREMS 155115 – BENGALI – © Conseil de l'Europe – Photographies © Shutterstock